।। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা ।।

● অনির্বাণ সাহু ●
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান - বাংলা বিভাগ,
রাঁচি কলেজ (স্ব-শাসিত),
রাঁচি- ৮৩৪০০৮ (ঝাড়খণ্ড)।
e-mail :- anirban215sahu@gmail.com

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ। তাঁর কল্যাণময় শিক্ষাভাবনা আমাদের প্রাণিত করে, উজ্জীবিত করে। শিক্ষা ভাবনায় তিনি আজীবন কর্মব্রতী ছিলেন। দেশের শিক্ষা-প্রসারে কবির উদ্যোগে সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিষয় ছিল এই যে, তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-সংক্রান্ত ভাবনাগুলিকে সাধ্যমত তিনি বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন। দেশ বিদেশের বহু বিখ্যাত শিক্ষাবিদদের শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে অবহিত ছিলেন। বিদেশী শিক্ষাবিদ্ জাঁ জ্যাক রুশো, জোহান হেইন রিশ পেস্টালজ্জি, ফ্রেডরিশ উইল হেলম অগাষ্ট এবং ড. মেরিয়া মন্টেসরি প্রমুখদের চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তাধারা তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষা অভিমতকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতী। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বিদ্যাচর্চাকে দেখেছেন জীবনচর্চা হিসাবে। কালের প্রেক্ষাপটে যেমন জীবন ও সমাজ বদলে যায়, তেমনিভাবে শিক্ষাকে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গড়ে তোলার সমর্থক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এক্ষেত্রে তিনি একাধারে সমাজ তাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক রচনার মোট সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন অজস্র বাংলা প্রবন্ধ ও ইংরেজী প্রবন্ধ। এছাড়া রয়েছে বাংলা ও ইংরেজীতে বহু ভাষণ ও পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদি। ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ব্যক্তিগত রোজনামচা, অন্যান্য প্রবন্ধে শিক্ষা বিষয়ক মতামত— তার সংখ্যা ও কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তাকে মোটামুটিভাবে আমরা তিনটি পর্বে ভাগ করতে পারি। যেমন,-

এক. প্রাক শান্তিনিকেতন পর্ব।
দুই. শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পর্ব।
তিন. বিশ্ব ভারতী পর্ব।

প্রাক-শান্তিনিকেতন পর্ব অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তার উন্মেষ থেকে ১৯০১ সালে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন পর্যন্ত সময়কালকে আমরা প্রাক্-শান্তিনিকেতন পর্ব বলতে পারি। তবে এই পর্বে শিক্ষা-ভাবনায় কবির কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রচেষ্টা দেখা যায় না। তবে একথা ঠিক যে, এই পর্বের শেষের দিকে শিলাই দহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র-কন্যাদের জন্য যে ঘরোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন- তার মধ্যেই পরবর্তীকালের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের বীজ নিহিত ছিল।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পর্বকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব বলতে পারি। ১৯১০ সালে ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস দিয়ে এই পর্বের শুরু।

১৯১৮ সালে ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই শুরু হয় তৃতীয় পর্ব বা বিশ্বভারতী পর্ব। এই তৃতীয় বা শেষ পর্বের ব্যাপ্তিকাল ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ-কাল অবধি।

শিক্ষাদান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গুরুদেব। শিক্ষাদানের প্রতিটি খুঁটি-নাটি তিনি নিরলসভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ও অন্যান্য শিক্ষকদের সুপরামর্শ দিয়েছেন। শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিক্ষককে অধিক দায়িত্বশীল হতে হবে। তাই তিনি বলেছিলেন— "আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন।"

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসরণ না করে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন শিক্ষাবিধি নির্মিত হওয়া উচিত সমাজের সাপেক্ষে। যে শিক্ষা সমাজ কিংবা মানবমুখী নয়— সে শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা হতে পারে না। শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভ শিক্ষার একটি আবশ্যিক শর্ত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন তিনি। "বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।" তিনি মনে করতেন যে শিক্ষার ঐক্য ন্যাশনাল ঐক্যের পূর্ব শর্ত।

তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষারীতির প্রভাবে বিশ্বভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা আজ ও এক স্বতন্ত্র ঘরানাকে ধরে রাখতে পেরেছেন— এই খানেই একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

সাধনা হিসাবে শিক্ষার যে বিস্তৃত ক্ষেত্র তিনি প্রস্তুত করে দিয়ে গিয়েছিলেন— তার গুরুত্ব আজও সমাজের সর্বস্তরে স্বীকৃত। শিক্ষাচর্চার ইতিহাসে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ হিসেবে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।।

Scanned by CamScanner